ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজ।

It is an old observation, that he who loses his liberty, loses half his virtue. This is true of nations as well as of individuals To have no property, scarcely degrades more in one case, than in the other to have property at the disposal of a foreign Government in which we have no share The enslaved nation loses the privileges of a nation, as the slave does those of a free man it loses the privilege of taxing itself, of making its own laws, of having any share in their administration or in the General Government of the country —*Extract from the minutes of Major General T. Munro, Governor of Madras dated 31st December 1824*

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৭

মূল্য /১০ দেড় আনা।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের গঠন এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

Let men learn that a Legislature is not *"our God upon earth"* * Let them learn that it is an institution serving a purely temporary purpose whose power when *not Stolen* is at the best *borrowed*. —*Herbert Spencer.*

ব্যবস্থাপক সমাজের পুনর্গঠন"—"ব্যবস্থাপক সমাজের পুনর্গঠন" এই চীৎকারে আজ সমগ্র ভারত নিনাদিত হইতেছে। দেশ-ব্যাপ্ত এই চীৎকার আবার দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জন-সাধারণ এখন বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে, ব্যবস্থাপক সমাজ ঈশ্বর কিম্বা ঈশ্বরের অবতার নহে; ইহার মধ্যে কোন দেবত্ব নাই; সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার গঠন প্রণালী পরিবর্ত্তিত না হইলে দেশের যে ঘোর অনিষ্ট হয় তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অজাত-শ্মশ্রু তরুণ বয়স্ক যুবকেরও হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

বিগত ফরাশী বিপ্লবের ইতিহাস, কেবল ইউরোপের নহে, সমগ্র পৃথিবীর চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছে। চির-পদ-দলিত জন বিশেষের অধিকার এখন সর্ব্ব-স্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। জগদ্ব্যাপ্ত পুরা প্রচ-লিত দাসত্ব প্রথা অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ঈদৃশ সমুন্নত সভ্যতার আলোক, ভারত ব্যবস্থাপক সমাজ গৃহে এখনও প্রবেশ করে নাই। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজ জন-সাধারণের মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দিন দিন নূতন বিধান প্রচার করিতেছেন। সুতরাং বর্ত্তমান সার্ব্বভৌমিক চীৎকার, বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দো-লন ব্যবস্থাপক সমাজের অবৈধ কার্য্যকলাপ হইতেই সমুত্থিত হইতেছে।

এইরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন নিবন্ধন জন সাধারণের মন সহসাই উত্তেজিত হইয়া পড়ে। উত্তেজিতাবস্থায় মানুষ বিষয় বিশেষের ভাল

মন্দ হিতাহিত নির্ব্বাচন করিতে পারে না। সুতরাং এই সময় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের গঠন সম্বন্ধীয় ইতিহাস সমালোচন বিশেষ প্রয়োজনীয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি এবং ব্যবহার-শাস্ত্র বিশেষরূপে সমুন্নত হয় নাই, যখন সমাজতত্ত্ব (Sociology) এবং অর্থ ব্যবহার (Political economy) মাতৃ ক্রোড়স্থ সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় বাল্য ক্রীড়া করিতেছিল, সেই সময় স্বাধীনতার চির-আবাস ইংলণ্ড বলিয়া উঠিলেন —

No human laws are of any validity if contrary to the law of nature, and such of them as are valid derive all their force and all their authority mediately or immediately from this original অর্থাৎ—"প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ কোন আইন বা বিধান যুক্তি কিম্বা ন্যায় সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ আইন সর্ব্বদাই অসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। মনুষ্য প্রণীত আইনের সিদ্ধতা এবং ঔচিত্য শুদ্ধ কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত ইহার ঐক্য ও সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে।"

কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজ আইন প্রণয়নকালে কি এই নৈতিক নিয়ম, এই যুক্তিপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গত বাক্য অনুসরণ করেন? ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজ কি কোন নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত?

এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে অগ্রে ব্যবস্থাপক সমাজের গঠন সম্বন্ধীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করাই উচিত বোধ হইতেছে। অতএব আমরা অগ্রে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিল কর্ত্তৃকই আইন প্রণীত এবং প্রচারিত হয়। কিন্তু গবর্ণর জেনেলের কৌন্সিল যেরূপে প্রথমে সংস্থাপিত হইল, যেরূপে দিন দিন পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল তাহার সম্যক্ ইতিহাস, কি আইন ব্যবসায়ী, কি সাধারণ পাঠক, সকলের নিকটই বোধ হয় সুখপাঠ্য হইবে।

মোগল সম্রাট্‌দিগের ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস হইলে পর ভারতে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইল। এই অরাজকতার একটী প্রধান কারণ তৎকালের ইংরাজ বণিক্‌দিগের দস্যুবৃত্তি। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্ব-কালেও বঙ্গ দেশে কোন প্রকার অরাজকতা ছিল না। একজন ইংরাজ বণিক বলিয়াছেন * যে, তিনি নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বকালে এক দিবস প্রাতে দুই ঘণ্টার মধ্যে আপন দ্বারে বসিয়া ঢাকাতে অন্যূন আট শত মস্‌লিন বস্ত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গে ইংরাজদিগের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইলে পর তন্তুবায়গণ ইংরাজের নাম শ্রবণ করিলেই দেশ-ত্যাগ পূর্ব্বক চন্দননগর আসিয়া ফরাসীদিগের আশ্রয় লইতে লাগিল। শত চেষ্টা করিয়াও বস্ত্রাদি ক্রয় করিবার সুবিধা হইত না।

১৭৫৭ সাল হইতে ইংরাজ বণিকদিগের এই ভীষণ অত্যাচারে বঙ্গবাসী-গণ নিপীড়িত হইতে লাগিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের উপর দেশীয় নবাবদিগের কোন প্রকার শাসন ছিলনা। ইহাদিগকে শাসন করি-বার ভার কলিকাতার মেয়র কোর্ট এবং কলিকাতার গবর্ণরের হাতেই ছিল। কিন্তু মেয়র কোর্টের জজ এবং কলিকাতার গবর্ণরও এই সকল কুকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের এই সকল অত্যাচার নিবারণার্থ ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে এক আইন জারি করেন। এই আইন ইতিহাসে রেগুলেটিং আইন (Regulating Act) এবং ষ্টেটিউট বুকে ইংলণ্ডের তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের তেষট্টি আইন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

---

* There is a gentleman, now in England, who in the time of that Nabab (Aliverdi Khan) has purchased in the Dacca Province in one morning eight hundred pieces of Muslin at his own door, as brought to him by weavers of their own accord. It was not till the time of Serajah Dowlah that oppression, of the nature described, from the employing of gomostas, commenced with the increasing power of the English company.
—*Bolts' on Indian affairs.*

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের এবং অন্যান্য ইংরাজদিগের অত্যচার নিবারণই এই আইনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ এই আইনদ্বারা কলিকাতাতে সুপ্রিম কোর্ট এবং গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিল সংস্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট মনে করিয়াছিলেন যে সুপ্রিম কোর্ট ইংরাজ অপরাধিদিগকে যথোচিত দণ্ড প্রদান করিয়া তাহাদিগকে কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিবেন, আর গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সিল বিবিধ সুনিয়ম প্রচার করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে সৎপথে পরিচালন করিবেন। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ এই আইনের দ্বারা কলিকাতার গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলকে ফোর্ট উইলিয়ম এবং তদধীনস্থ ফেক্টরি (বানিজ্যালয়) সমূহের শাসনার্থ নিয়ম প্রচারের ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। এই আইনানুসারে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল এবং কৌন্সিলের এ দেশীয় লোকের উপর কোন আইন প্রচার করিবার ক্ষমতা ছিলনা। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের রাজপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। কোম্পানী দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে বঙ্গ বেহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্তি নিবন্ধন এই তিন প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের ভার কেবল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীগণ এবং ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট জানিতেন যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণর জেনেরেলের দেশীয় লোকের উপর আইন জারি করিবার ক্ষমতা নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাটের দেওয়ান। মোগল সম্রাটেরই এক মাত্র আইন জারি করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। এইরূপ অবধারণ করিয়াই ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট তৎকালে গবর্ণর জেনেরেল এবং কৌন্সিলকে কেবল ফোর্ট উইলিয়ম এবং তদধীনস্থ ফেক্টরি (বানিজ্যালয়) সমূহের শাসন এবং সমরক্ষণার্থ নিয়ম প্রস্তুত এবং প্রচারের কথঞ্চিৎ ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

পার্লিয়ামেণ্টের এই আইন দ্বারা ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ গবর্ণর জেনেরেল এবং রিচার্ড বারওয়েল, কর্ণেল মন্‌সন, জেনেরেল ক্লেবারিং এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস্ এই চারিজন কৌন্সিলের মেম্বর নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু এই নব কৌন্সিলের দেশীয় লোকের উপর আইন জারি করিবার কোন ক্ষমতা না থাকিলেও তাঁহারা বিবিধ গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আইন জারি করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৭৭৩ সালের পূর্ব্বেও ওয়ারেণ হেষ্টিংস যখন কলিকাতায় গবর্ণর ছিলেন তখন দেশীয় লোকের শাসনার্থ আইনের আকারে বিবিধ নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু কিরূপে এবং কাহার নিকট হইতে যে কলিকাতার গবর্ণর এবং কৌন্সিল দেশীয় লোকদিগের শাসনার্থ আইন জারি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন তাহা অবধারণ করিবার সাধ্য নাই। এই সম্বন্ধে জন ইণ্ডিগো দলের অগ্রণী সার্ জেমস্ ষ্টিফেন্ও ক্ষীণস্বরে এক স্থানে বলিয়াছেন ঃ—

— "The Council of the Governor General was first constituted in 1773 by the Regulating Act, which provided for the establishment of Governor-General and four councillors. There is some obscurity as to the origin of their power of making Regulation. To some extent it was probably assumed as incidental to their position. To some extent it was confirmed or recognized as existing by Act of Parliament. But whatever its origin may have been, there can be no doubt at all that the Governor-General and his council exercised the power of Legislation on matters of the highest moment— অর্থাৎ ১৭৭৩ সনের রেগুলিটং আইন দ্বারা গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিল সংস্থাপিত হইল। কিন্তু গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিল এদেশে আইন প্রচার করিবার ক্ষমতা কিরূপে লাভ করিলেন তাহা পরিষ্কাররূপে অবধারণ করা যায় না। হয়ত তৎকালের গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিল মনে করিতেন, আইন প্রচারের ক্ষমতা তাহাদের পদোচিত অধিকার। আর তাহাদের ক্ষমতা পার্লিয়ামেণ্টের উত্তরকালের প্রচারিত আইন দ্বারা কতকটা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই ক্ষমতার ভিত্তি যেরূপেই সমুৎপন্ন হউক না কেন, গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিল যে এই সময়ে বিবিধ গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রচার করিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

১৭৭৩ সনের পার্লিয়ামেণ্টের আইনানুসারে (অর্থাৎ ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের ৬৩ আইনানুসারে) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল এবং কৌন্সিলের আইন প্রস্তুত এবং প্রচার করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও তাহারা ভূমির রাজস্ব এবং ভূমির স্বত্বা-

স্বত্ব সম্বন্ধে বিবিধ আইন প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রাগুক্ত ৮৩ আইনানুসারে তাহাদের কেবল ফোর্ট উইলিয়ম সহর এবং তদধীনস্থ ফেক্টরীর (বাণিজ্যালয়ের) শাসন এবং স্বত্ব রক্ষার্থ আইন প্রস্তুত করিবার কথঞ্চিৎ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু বোধ হয় তাহারা সমগ্র বঙ্গ বেহার এবং উড়িষ্যাকে একটী বানিজ্যালয় অথবা ফেক্টরি মনে করিয়া এই তিন প্রদেশের শাসনার্থ আইন প্রচার কবিতে আরম্ভ করিলেন। দিন দিন এ ফেক্টরীর আয়তন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সুতরাং ১৭৭৩ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এ ভারতফেক্টরী সম্বন্ধে অসংখ্য অসংখ্য আইন জারি হইতেছে। এখনও বোধ হয় ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের ফেক্টরী কিম্বা বাণিজ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ১৭৭৩ সনের পার্লিয়ামেণ্টের প্রাগুক্ত রেগুলিটং আইন দ্বারা কলিকাতাতে সুপ্রিমকোর্টও সংস্থাপিত হইল। এই সুপ্রিমকোর্টের সঙ্গে অনতিবিলম্বেই গবর্ণর জেনেরেলের বিবাদ উপস্থিত হইল। সুপ্রিমকোর্ট এবং গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিল উভয়ই প্রাগুক্ত রেগুলেটিং আইন দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরেল যদি বঙ্গ বেহার এবং উড়িষ্যাকে একটী বৃহৎ ফেক্টরী অর্থাৎ বাণিজ্যালয় মনে করিয়া সমুদয় দেশের শাসনার্থ আইন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন, তবে সুপ্রিমকোর্ট এই বৃহৎ ফেক্টরীর কুলীদিগের মোকদ্দমা কেন বিচার করিতে পারিবেন না? সুতরাং সুপ্রিমকোর্টও দেশের সমুদয় অধিবাসীকে আপন এলেকার অধীন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কাশীজোড়ার রাজা এবং পাটনার এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মোকদ্দমায় সুপ্রিমকোর্টের জজেরা হস্তক্ষেপ করিলেন। এই দুই মোকদ্দমা এবং অন্যান্য বিবিধ ঘটনা উপলক্ষে সুপ্রিমকোর্টের সঙ্গে গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের বিবাদ হইতে লাগিল। ইহাদের পরস্পরের মধ্যের বিবাদ ভঞ্জনার্থ ১৭৮১ খৃঃঅব্দে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সুপ্রিমকোর্ট এবং গবর্ণর-জেনেরেলের কৌন্সিলের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বের একবিংশতি বর্ষের ৮৩ তিরাশী আইন জারি করিলেন। এই ৮৩ তিরাশী আইন দ্বারাই ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবর্ষের গবর্ণর

জেনেরেলের কৌন্সিলকে বঙ্গদেশের প্রবিন্সিয়াল কোর্টের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে আইন প্রস্তুত করিবার কতক সীমাবদ্ধ ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

মেম্বর জন ইণ্ডিগো সম্প্রদায় প্রমুখ জেমস্ ষ্টীফেন সাহেব এই ৮৩ আইনের বিষয় উল্লেখ করিয়াই বলিয়াছেন যে, যদিও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের আইন প্রস্তুত করিবার কোন ক্ষমতা ছিলনা তথাপি তাহাদের কৃতকার্য্য পার্লিয়ামেণ্ট পরে মঞ্জুর করিয়াছেন! কিন্তু ৮৩ আইন দ্বারাও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলকে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট ট্যাক্স ধার্য্য কিম্বা ভূমি সম্বন্ধীয় কোন আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন নাই; প্রবিন্সিয়াল কোর্ট ইত্যাদির কার্য্য প্রণালীর অবধারণার্থ নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা মাত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহার পর ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সিলের গঠন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইল। পূর্ব্বে গবর্ণর জেনেরেল এবং চারিজন মেম্বর দ্বারা কৌন্সিল গঠিত হইয়াছিল। এখন গবর্ণর জেনেরেল এবং তিনজন মেম্বর দ্বারা কৌন্সিল গঠিত হইল। এই তিন জনের মধ্যে ভারতবর্ষের সৈন্যাধ্যক্ষ কৌন্সিলের অতিরিক্ত মেম্বর হইবেন বলিয়া অবধারিত হইল।

১৭৯৩ খৃঃঅব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পূর্ব্ব চার্টারের মিয়াদ গত হইল। সুতরাং তাঁহারা ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের নিকট হইতে বিশ বৎসর মিয়াদে নূতন চার্টার গ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বের ত্রয়স্ত্রিংশত্তম বৎসরের বায়ান্ন আইনকে চার্টার আইন বলা যায়। ১৭৯৩ সালের এই চার্টার আইন দ্বারা গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করা হইল। কিন্তু ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট এবারও ট্যাকস্ ধার্য্য-করণ ইত্যাদির ক্ষমতা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিলেন না।

১৭৯৭ সনে ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বের সপ্তত্রিংশত্তম বৎসরের ১৪২ আইন দ্বারা গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের পূর্ব্বকৃত আইন মঞ্জুর করা হইল। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিল আপন আপন ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া যে সকল আইন কানুন জারি করিয়াছিলেন তৎসমুদয়ই ১৭৯৭ সনে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল।

ইহার পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মান্দ্রাজের গবর্ণরের কৌন্সিলও, ভারতবর্ষীয়

গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের ন্যায়, মান্দ্রাজ প্রদেশে আইন প্রস্তুত এবং প্রচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ১৮০৭ খ্রীঃঅব্দে বম্বের গবর্ণরের কৌন্সিলকেও তদ্রূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

১৮১৩ সনে আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টারের মিয়াদ গত হইল। তখন তাঁহারা পুনর্ব্বার বিশ বৎসর মিয়াদে চার্টার গ্রহণ করিলেন। এই ১৮১৩ সনের চার্টার আক্ট দ্বারাই প্রথমতঃ ফোর্ট উইলিয়মের গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলকে এবং মান্দ্রাজ ও বম্বের গবর্ণরের কৌন্সিলকে ট্যাক্স ইত্যাদি ধার্য্যের ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। কিন্তু প্রাগুক্ত গবর্ণর জেনেরেল এবং গবর্ণবদ্বয় পালিয়ামেণ্টের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্তির অনেক পূর্ব্ব হইতেই ট্যাক্স ধার্য্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আইন প্রস্তুত ও প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত এই প্রকার বঙ্গদেশের শাসনার্থ গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিল আইন প্রস্তুত ও প্রচার করিতেন। আর মান্দ্রাজের গবর্ণর মান্দ্রাজের শাসনার্থ, বম্বের গবর্ণর বম্বের শাসনার্থ আইন জারি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ১৮৩৩ সালে পুনর্ব্বার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন চার্টার গ্রহণ করিতে হইল। ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরের ৮৫ আইনই ১৮৩৩ সনের চার্টার আকোট বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই আইন দ্বারা মান্দ্রাজ এবং বম্বের গবর্ণরের কৌন্সিলের আইন প্রচার করিবার ক্ষমতা রহিত হইল। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের প্রতি সমগ্র ভারতের নিমিত্ত আইন প্রস্তুত করিবার ভারার্পিত হইল এবং গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের গঠনও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত হইল।

পূর্ব্বে গবর্ণর জেনেরেল, অপর দুইজন মেম্বর এবং অতিরিক্ত মেম্বর স্বরূপ সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারাই কৌন্সিল গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৩৩ সালের আইনের দ্বারা গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলে স্বতন্ত্র একজন আইনের মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের আইনের মেম্বরের আইনের বিভাগ ভিন্ন অন্য কোন বিভাগের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কি মতামত প্রকাশ করিবার কোন অধিকার ছিল না। লর্ড মেকলেই প্রথম

এই পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে সার বারণস্ পিকক্ এবং হেন্‌রি মেইন প্রভৃতি এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৫৪ সালে আইনের মেম্বরকে গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের সমুদয় কার্য্যকর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। ১৮৫৪ সনেই আবার ব্যবস্থাপক পুনর্গঠিত হইল। এই সময় হইতে ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বরের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ এবং অপর একজন পিউনি জজ আর বম্বে, মান্দ্রাজ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল এবং বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত এক একজন সিবিলিয়ান আইন প্রণয়ন কালে ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বর থাকিবেন বলিয়া নিয়ম করা হইল।

ব্যবস্থাপক সমাজের ঈদৃশ গঠন প্রণালী ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত স্থিরতর ছিল। ১৮৬১ সালে ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের চব্বিশ ও পঁচিশ বৎসরের ৬৭ আইন দ্বারা (অর্থাৎ ভারত কৌন্সিল আকট্) মান্দ্রাজ এবং বম্বের গবর্ণমেণ্টকে এবং বঙ্গদেশের লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরকে আইন প্রণয়ন ও প্রচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

এই আইন এবং ইহার পরের প্রচারিত অন্যান্য আইনানুসারে গবর্ণর জেনেরেলের ব্যবস্থাপক সমাজে এখন বিশ জনের অনধিক মেম্বর নিযুক্ত হইবার বিধান হইয়াছে। তন্মধ্যে স্বয়ং গবর্ণর জেনেরেল সভাপতি এবং নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বরের পদ গ্রহণ করেন।

(১) ভারতবর্ষের সৈন্যাধ্যক্ষ।

(২) গবর্ণর জেনেরেলের সাধারণ কৌন্সিলের মেম্বরগণ।

(৩) গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের উপবেশন যে সময়ে যে লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের এলেকার মধ্যে হয় সেই সময়ে সেই প্রদেশের লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর।

(৪) বার জনের অনধিক, অন্যূন ছয় জন, বিশেষ নির্ব্বাচিত লোক। কিন্তু এই বিশেষ নির্ব্বাচিত লোকদিগের অর্দ্ধাংশ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ভিন্ন অপর লোক হওয়া আবশ্যক।

বিশ জনের অধিক লোকের ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বর হইবার বিধান নাই। ভারতবাসী বিশ কোটী লোকের মঙ্গলামঙ্গলের ভার ব্যবস্থাপক সমা-

জের ঈদৃশ গঠনানুসারে বিশ জনের অনধিক লোকের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। বিশ জনের অনধিক লোকের মতানুসারেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন মত ও ধর্ম্মাবলম্বী বিশ কোটী লোককে চলিতে হয়; বিশ জনের অনধিক লোকের প্রণীত আইন বিশ কোটী লোকের ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ পরিশাসন করিতেছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সমাজের গঠন সম্বন্ধীয় এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে,ব্যবস্থাপক সমাজ প্রথম হইতেই স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা সঞ্চালন করিতেছেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বঙ্গদেশকে একটী বৃহৎ ফেক্টরী (বাণিজ্যালয়) মনে করিয়া বঙ্গবাসী দিগকে সেই বৃহৎ ফেক্টরীর (বাণিজ্যালয়ের) কুলীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তখন ইংরাজগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। এখন আর ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বাণিজ্যালয় নহে। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী ভারত সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এখন ন্যায়ানুরোধে এবং ইংলণ্ডের কলঙ্ক নিবারণার্থ ব্যবস্থাপক সমাজের পুনর্গঠন নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতে বিবিধ মত ও ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সমাজ, ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতির ন্যায় দুরভিসন্ধি দ্বারা পরিচালিত না হইলেও, দেশীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞানতা নিবন্ধন সময়ে সময়ে দেশের বিবিধ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইন (Bengal Tenancy Act) ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ করিতেছে। সুসভ্য ইংলণ্ড চিরকালই জন বিশেষের স্বাধীনতা রক্ষার্থ যত্নবান। সুসভ্য ইংলণ্ডের প্রচলিত বিধানানুসারে ন্যায়বিরুদ্ধ কিম্বা নিতীবিরুদ্ধ আইন প্রচার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। কিন্তু ভারত ব্যবস্থাপক সমাজ প্রণীত ও প্রচারিত অস্ত্র শস্ত্র সম্বন্ধীয় আইন (Indian Arms Act) কত দূর নীতিসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত তাহা পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। কেবল অস্ত্র শস্ত্র সম্বন্ধীয় আইন কেন? ভারতবাসী বিশ কোটী লোক যে বিধান অনুসারে দেশের শাসন কার্য্য সম্বন্ধীয় উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন; যে বিধানানুসারে সৈনিক বিভাগে ইহাদিগের একেবারেই প্রবেশাধিকার নাই; সে সকল বিধান কি সম্পূর্ণ নীতি বিরুদ্ধ নহে?

ইংলণ্ডের রাণীর "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ কালে মহাত্মা লর্ড লিটন্ তাঁহার দিল্লীর বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীগণ যখন রাজভক্তি এবং সততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবেন তখনই তাঁহাদিগকে উচ্চপদ প্রদান করা যাইবে। কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা কৌন্সিলের মেম্বর হোল্ট্ মেকিঞ্জি (Holt Makenzie) বলিয়াছেন

It would be out of place to enlarge on the abominable tyranny of systematically keeping in a state of degradation the entire body of our Native Public Servants, or on the inconsistency of pretending to deplore their want of moral worth, and yet studiously placing them in a position in which honesty would be a miracle Even were I forced to admit that in their present state of intellect and morals, the Natives cannot be safely trusted with large powers, I should still be in favour of gradually enlarging the sphere of their authority at the risk of some temporary evils, and this apart from all the financial considerations that so imperiously call for their employment Men are everywhere what their circumstances make them, and if we raise the character of the people, we must begin with raising their condition To say they should be employed only in slavish offices until they cease to exhibit the characteristics that necessarily belong to their mean condition, is to condemn them to perpetual debasement.—

অর্থাৎ দেশের অধিবাসীদিগকে অত্যন্ত অবনতাবস্থায় রাখিয়া যেরূপ ঘৃণিত নিষ্ঠুরাচরণ করা হইতেছে, কিম্বা যে অবস্থায় মানুষকে রাখিলে মানুষ কখন সচ্চরিত্র হইতে পারে না, সেই অবস্থায় সমগ্র দেশীয় লোকদিগকে রাখিয়া ইংরাজগণ যে আবার দেশীয় লোকের সততা নাই বলিয়া কপট চীৎকার করিতেছেন, সে সকল বিষয় সম্বন্ধে এই স্থানে অধিক বাক্যব্যয় করা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িবে। কিন্তু যদি তর্কস্থলে আমি স্বীকার করি যে, দেশীয় লোকের বর্ত্তমান নৈতিক এবং মানসিক অবস্থানুসারে তাহাদিগকে উচ্চপদ প্রদান করা যাইতে পারে না, তত্রাচ তাহাদিগকে উচ্চপদের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত এখনই উচ্চপদ প্রদান করিতে হইবে। অবস্থাই মানুষের চরিত্র সমুন্নত করে। শুদ্ধ কেবল গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সঙ্কোচার্থ আমি দেশীয় লোকদিগকে উচ্চপদ প্রদান করিতে অনুরোধ করি না। যদি দেশীয় লোকের চরিত্র সমুন্নত করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের পদোন্নতির সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। তাঁহারা উচ্চপদের উপযুক্ত হইলে তাঁহাদিগকে উচ্চপদ প্রদান করা যাইবে, এই কথার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল চিরকাল এই দেশীয় লোকদিগকে ঘৃণিত অবস্থায় রাখিবার অভিসন্ধি।"

হোল্‌ট্ মেকেঞ্জি সাহেব মেস্তর জন ইণ্ডিগো সম্প্রদায়স্থ ইংরাজ নহেন। ইনি অতিশয় সহৃদয় লোক ছিলেন। সুতরাং ভারতবাসীদিগের দুরবস্থার বিষয় মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ কি ব্যবস্থাপক সমাজের গঠন প্রণালী কি অন্যান্য শাসন কার্য্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ভারত শাসন প্রণালী বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অত্যাচারী মুসলমানদিগের শাসন প্রণালীও দেশীয় লোকদিগকে এইরূপ ঘৃণিতাবস্থাপন্ন ও এইরূপ নিস্তেজ করে নাই।

ব্যবস্থাপক সমাজের প্রণীত এবং প্রচারিত আইন কানুন জন সাধারণের জীবনের কার্য্যকলাপ পরিশাসন করিয়াই লোকের চরিত্র গঠন করে। দেশীয় লোকের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে দেশ প্রচলিত আইন কানুনই সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র। কিন্তু যে সকল আইন কানুন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে রাজ-নৈতিক অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্নতা সংস্থাপন করে তাহা যে নীতি বিরুদ্ধ এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সমাজ এ দেশে শ্বেতাঙ্গ এবং অসিতাঙ্গের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্নতা সংস্থাপন করিয়া নীতি বিরুদ্ধ এবং ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বিধান প্রচার করিতেছেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে,—No human laws are of any validity if contrary to the law of nature; and such of them as are valid derive all their force and all their authority mediately or im-mediately from this original—প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ কোন আইন বা বিধান সিদ্ধ কিম্বা ন্যায় সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ আইন সর্ব্বদাই অসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। কোন আইন কিম্বা বিধানের সিদ্ধতা এবং ঔচিত্য শুদ্ধ কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত তাহার ঐক্য এবং সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সমাজের গঠন এবং ঈদৃশ ব্যবস্থাপক সমাজ প্রণীত এবং প্রচারিত আইনের সিদ্ধতা এবং ঔচিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। এই সকল কারণেই প্রতিনিধি তন্ত্র প্রণালীতে (on a representative system) ব্যবস্থাপক সমাজের পুনর্গঠন নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।